টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট * ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
★
সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে পৌষ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
৩রা জানুয়ারী, ১৯৭৩
নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

নেই-এর রাজ্যে সর্ব্বত্র 'দেহি দেহি'

রেশন পরিবেষণে ছাঁটাই ; চালের খোলাবাজারদর মাঝে নামলেও বর্ত্তমানে উর্দ্ধগতিলাভ ; ডাল ডামাডোলে ; ডালডার পলায়ন ; মাছ সাধারণ ব্যক্তির স্বপ্ন ; শীতের মরশুমে বাড়িতে ভাজা খাওয়ার জন্যে তেল-বেগুনের বায়নায় তেলে-বেগুনে অবস্থা ; গমের অভাবে অখাদ্য আটা ; চিনি-গুড় দরের গন্ধে ভরপুর। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত—রূপোর চামচা মুখে নিয়ে জন্মানো মানুষ যাদের তুলনায় অতি নগণ্য সংখ্যক, তাদের জীবনধারণ আজ একটা অভিশাপের মতো, দুঃস্বপ্নের সমান। বাঁচার জন্যে কেনাকাটা, সমাজে সামাজিকতা রক্ষা করার ব্যাপারটা এক মহাবিপর্যয়। অথচ কালোটাকার মালিকেরা, ভাগ্যবানেরা, অবৈধ রোজগারকারীরা এ দিক থেকে নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে কুম্ভীরাশ্রু তাদের ঝরে বৈকি ! এইটিই চরম লাভ অভিশপ্তদের।

গ্রাম বাংলায় শস্যহানি এবারে বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে। রেশন ব্যবস্থার তারতম্যে সঙ্কট বেড়ে গেছে। আমাদের সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সেখানকার গ্রামাঞ্চলে রেশনে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। ইউনিট প্রতি গমের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এফ. সি. আই গো-ডাউন গম মজুদের বিষয়ে নেমে গিয়েছে ; তাই মাঝে গমের এ্যালটমেণ্ট ছিল না। এই মওকায় আটার বাজারদর বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা। সে আটা খাওয়া ল্যাঠার ব্যাপার। সাগরদীঘি থানার ডীলারদের জন্যে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সিদ্ধ চাল বরাদ্দ ছিল। কিন্তু সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, সেখানকার এজেণ্ট এমন চাল আমদানী করেছেন, যা মুখে দেওয়া দায়। জনসাধারণের হাতে পাছে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়, এই ভয়ে বেশীর ভাগ ডীলার সে চাল নেননি।

শুধু সাগরদীঘি নয়, এই মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলেও ব্যাপক শস্যহানি ঘটেছে। সেখানে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ যথেষ্ট এবং নিয়মিত হওয়া খুবই দরকার। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ আগে থেকে সচেতন না হলে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসতে বাধ্য।

মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রসহ ছয়জন ডাকাত গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর শহরে দারুণ চাঞ্চল্য

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা জানুয়ারী—গতকাল স্থানীয় পুলিশ রঘুনাথগঞ্জ এবং জঙ্গিপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছয় জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছেন। তাদের কাছ থেকে একটি দেশী পিস্তল, ১২টি কার্তুজ, তিনটি বড় আকারের বোমা, একটি কুড়াল, একটি ছোরা এবং কিছু বোমার মশলা পাওয়া গেছে।

পুলিশীসূত্রে প্রকাশ, গোপনসূত্রে ডাকাতদলের খবর তাঁরা আগেই জানতে পারেন এবং উভয় শহরের বিভিন্ন জায়গায় সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন থাকে। আরও প্রকাশ, উক্ত ডাকাতদল নাকি জঙ্গিপুরের কোন স্থানে ডাকাতি করতে যাচ্ছিল। ধৃত ডাকাতদের নাম—দিলীপ রায়, আশুতোষ হালদার, বিষ্ণুপদ হালদার, লব হালদার, অরুণোদয় সিংহ এবং ডোমন মাহাতো। দলের আরও কয়েকজন রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়।

—

মিসায় কুখ্যাত স্মাগলার আটক

ধুলিয়ান, ৩১শে ডিসেম্বর—গত ২৬শে ডিসেম্বর সমসেরগঞ্জ থানার পুলিশ ছাত্রপরিষদ কর্মীদের সহযোগিতায় একটি পোড়ো বাড়ী হতে আত্মগোপনরত এই অঞ্চলের কুখ্যাত চোরাকারবারী আরসাদ আলি বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে মিসায় আটক করেছেন। উক্ত আরসাদ আজ তিন মাস যাবৎ পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

—

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে পৌষ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ পৌরসভার কাছে অনুরোধ ॥

রঘুনাথগঞ্জের তরকারীর বাজার সম্বন্ধে আমাদের কিছু কথা আগে পত্রিকার কোন কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান তরকারীর বাজারটি ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যার অনুপাতে ছোট ইহা অনস্বীকার্য। তবুও কতকগুলি অসুবিধা জনসাধারণকে ভোগ করিতে হইতেছে। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য পৌরসভার পক্ষ হইতে সচেষ্ট হওয়ার অবকাশ রহিয়াছে।

বাজারে আসার অন্যান্য রাস্তা বাদেও দক্ষিণমুখী হইয়া একটি রাস্তা দিয়া বাজারে প্রবেশ করিতে হয়। দরবেশপাড়ার দুর্গামন্দিরের গলি দিয়া আর একটি পূর্বমুখী রাস্তা বাজারের পাশ দিয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়াছে। প্রতিদিন বহু পুরুষ-নারী এই রাস্তা দিয়া গঙ্গা স্নান করিতে যান। কিন্তু এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে এবং বাজারে প্রবেশের কিছুটা দূরে পূর্বলিখিত দক্ষিণমুখী রাস্তার দুই দিকে পসারীরা তাহাদের পণ্যের ডালা সাজাইয়া বসিয়া থাকে। উভয় জায়গাতেই "কেনা-বেচা" পুরাদমে চলে। আর সেই সঙ্কীর্ণ অংশে ক্রেতারা দাঁড়াইয়া জিনিস কিনিতেছেন, পছন্দ করিতেছেন, দর কষাকষি করিতেছেন। কেহ কেহ বা বসিয়াও এই কর্তব্যগুলি সম্পাদন করেন। ফলে দরবেশপাড়ার অনেককে অতিকষ্টে গঙ্গার ঘাট যাইতে হয়। আর সেইজন্য ভীড় কমিবার আশায় অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষাও করিতে হয়। আজিকার দিনের দ্রুত-প্রবহমান সময়ের অনেকখানি নষ্ট হয়। সর্বাপেক্ষা সমস্যা স্নানার্থিনীদের। পুরুষেরা অন্যের গা ঘেঁষিয়া যাইতে পারেন বা যানও। কিন্তু নারীরা তাহা পারেন না।

এখন যেখানে মাছের বাজার বসে, তাহার পিছন দিকে কিছুটা জায়গা খালি থাকে। সেখানে কোন পণ্য বিক্রয়ার্থে আনা হয় না। এই স্থানের উত্তর-দিকে মাংসের দোকান। এখানে গঙ্গার ঘাট যাওয়ার রাস্তায়-বসা পসারীদের যদি বসান যায়, তবে রাস্তায় বাজার বসে না এবং গঙ্গার ঘাট যাওয়ার পক্ষে কাহারও সমস্যাও দেখা দেয় না। জঙ্গিপুর পৌরসভা এই সম্পর্কে একটু ব্যবস্থা করিলে সকলের মঙ্গলকর হয়। আঞ্চলিক কমিশনার মহোদয় তৎপর হইলে কাজের সুবিধা হয়। একেই ত আলোচ্য রাস্তা দুইটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ; কাজেই জনসাধারণের এই বিরাট অসুবিধার দিকটির সম্বন্ধে পৌরসভাকে ভাবিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি।

প্রসঙ্গত, বাজারের যে নর্দমাটি পশ্চিমমুখে পুকুর-পাড় পর্যন্ত গিয়াছে, তাহার বন্দোবস্তও ভাল নয়। ফলে ঐ নর্দমার দুর্গন্ধ পার্শ্বস্থ বাড়ীগুলিতে পীড়াদায়ক হইয়া পড়িয়াছে।

॥ কেশনীতির অর্থনীতি ॥

জলপাইগুড়ি হইতে ইউ, এন, আই-এর সংবাদে জানা যায় যে, সেখানকার ক্ষৌরকারেরা স্থানীয় ডেপুটি কমিশনারের কাছে এক স্মারকলিপিতে তাঁহাদের অসুবিধার কথা জানাইয়াছেন এবং সরকারী অর্থ সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

ঘটনার পশ্চাতে একটি হেতু আছে। প্রকাশ যে, ঐ অঞ্চলের বহু লোক চুল-দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হয়ত তাই ক্ষৌরকারদের আর ডাক পড়িতেছে না সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মীয় কর্ম ছাড়া। অলিতে গলিতে সেলুনগুলির দরজা খুলিতেছে না। সেখানকার সিদ্ধিদাতা গণপতিগণ বিমুখ। ক্ষৌরকারেরা বেকার হইয়া পড়িয়াছেন।

ক্ষৌরকারদের অভিযোগ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহাদের জাতীয় বৃত্তি এইভাবে বিনষ্ট হইতে দেওয়া সমীচীন নহে। এখনকার যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে চুল ও লম্বা জুলপী রাখার একটা প্রবণতা দেখা যাইতেছে। মাননীয় মহাজনদের অথবা বরেণ্য চিত্রতারকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ নয়, সম্ভবতঃ এখনকার সঙ্কটময় আর্থিক দৈন্যই অনেককে চুল-দাড়ি রাখিতে বাধ্য করিতেছে। আজকাল পয়সা দিয়া লম্বা চুল কেনা হইতেছে। সুতরাং শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেরাও চুল বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা কামাইবার বাসনা যদি করেন, মন্দ কী? তাই ইহাকে কেশনীতির অর্থনীতি বলা চলে।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

জঙ্গিপুরবাসীর উপাধি লাভ

জঙ্গিপুর নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় কিছুদিন হইতে নিজ বাটীতে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। সম্প্রতি তিনি আর্য-সাহিত্য সভায় শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার পরীক্ষা দিয়া পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া "তত্ত্বনিধি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

'জঙ্গিপুর সংবাদ'
১৫ই আষাঢ়, ১৩২২ (৩০-৬-১৯১৫)

আবার অরণ্যে রোদন

(তখনও যেমন, এখনও তেমনি আছে)

অবস্থাপন্ন ও পদস্থ লোকের পায়খানার খবর আমরা বলিতে পারি না। তবে গরীব হীনপ্রাণ করদাতা প্রজাগণের পায়খানা যে যথারীতি পরিষ্কার হয় না সে বিষয়ে বেশ অবগত আছি। দুই-তিন দিন উপর্যুপরি ময়লা মজুত হওয়ার পর যদি মেথর একবার আসে, আসিয়াও সমস্ত ময়লা না লইয়া গিয়া পায়খানার এ পাশে ও পাশেই সরাইয়া রাখে। পায়খানা পরিষ্কার সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বেও অনুরোধ করিয়াছি; কিন্তু ফলে কিছুই হয় নাই। আমাদের বলিতে সাহস হয় না—যদি কর্তৃপক্ষের কোন সহৃদয় মহোদয় একবার তদন্ত জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা হইলে অনেক পায়খানার হাল ও বকেয়া উভয় ময়লার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবেন।

'জঙ্গিপুর সংবাদ'
২২।৩।১৩২২, ৭।৭।১৯১৫

বিক্ষোভ মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা জানুয়ারী—আজ আর, এস, পি-র নেতৃত্বে প্রায় দুই শতাধিক লোকের এক মিছিল মহকুমা শাসকের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। নিমতিতা অঞ্চলে গংগা ভাঙনের ফলে বহু ঘর-বাড়ী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সরকারী সাহায্য জি-আর, টি-আর বন্ধ। তাই মহকুমা-শাসকের কাছে জি-আর, টি-আর অবিলম্বে চালু করার দাবী জানিয়ে এক স্মারকলিপি পেস করা হয়। আর-এস-পি নেতা শিবু সান্যাল, সাদেক হোসেন মিছিলের নেতৃত্ব করেন।

ছিনতাই বন্দুক উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ, ৩১শে ডিসেম্বর—সম্প্রতি এই অঞ্চলের ধৃত দুর্বৃত্ত—চারু ঘোষ, খোকা ঘোষ ও হারাধন ঘোষের জবানবন্দীর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গত ২৬.১২।৭২ তারিখ জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালের নিকটস্থ শ্রীপরমেশ পাণ্ডের বাগানের মাটি খুঁড়ে একটি দু'নলা বন্দুক (No. 6408/79180) উদ্ধার করেন। বন্দুকটি গত ৮।৬।৭১ তারিখ জিয়াগঞ্জ থানার বেগমগঞ্জের অজিতকুমার দাসের বাড়ী হ'তে নকশালী হামলায় ছিনতাই হয়েছিল।

অসৎ রেশন ডিলার গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান, ৩১শে ডিসেম্বর—গত ২৯শে ডিসেম্বর চকসাপুর অঞ্চলের রেশন ডিলার সেকেন্দার সেখ দুই কুইন্ট্যাল চিনি 'ড্র' করে খাতায় এক কুইন্ট্যাল জমা করে। এই খবর জানতে পেরে সমসেরগঞ্জের বি, ডি, ও থানায় খবর দিলে পুলিশ সেকেন্দার সেখকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, উক্ত রেশন ডিলার অনেকদিন হ'তে এইভাবে মালপত্র খাতায় জমা না করে চোরাপথে বিক্রী করে আসছে।

ছিনতাই

সাহাজাদপুর, ২৯শে ডিসেম্বর—গত ২৬শে ডিসেম্বর রাত্রি ১০॥০টা নাগাদ পিরোজপুর গ্রামের কয়েকজন লোক মির্জাপুর থেকে কতগুলো সিল্কের শাড়ী খরিদ করে ঘরে ফিরছিল। হঠাৎ সাহাজাদপুর বাজারের সন্নিকটে হুদরাপুর পল্লীর কালু মণ্ডলের বাড়ীর কাছে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাদের মারধোর করে শাড়ীগুলো কেড়ে নেয়।

শিশু-স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা

ধুলিয়ান, ৩১শে ডিসেম্বর—আজ সকালের দিকে ধুলিয়ান মায়া সিনেমা হলে ভারতীয় রেডক্রশ সমিতির বাহাগলপুর ক্যাম্পের পরিচালনায় রেডক্রশ মাস উপলক্ষে বিচিত্রানুষ্ঠান ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা-শাসক শ্রীকালীপদ ঘোষ। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা রেডক্রশের বিভিন্ন কার্য্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন এবং রেডক্রশের সাহায্যে সকল শ্রেণীর মানুষকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান। সভায় ধুলিয়ানের পৌরপিতা শ্রীসুধীর সাহা জেলা রেডক্রশ ফাণ্ডে এক হাজার টাকা দান করে 'লাইফ মেম্বার' হন এবং আরও কয়েকজন বাৎসরিক সদস্য হন।

অপহৃত বন্দুক উদ্ধার

সাগরদীঘি, ২১শে ডিসেম্বর—গতকাল এই থানার এস, আই বিহারের পাকুড় মহকুমার বন-পাকুড়িয়া থানা থেকে তেলেঙ্গলে অপহৃত বন্দুকটি ফেরত নিয়ে এসেছেন।

প্রকাশ, গত বৎসর এই থানার তেলেঙ্গল গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি হয় এবং ডাকাতরা গৃহস্বামীর বন্দুকটি নিয়ে উধাও হয়। কিছুদিন আগে বন-পাকুড়িয়া থানার পুলিশ ঐ বন্দুকটি সমেত একজনকে আটক করেন এবং সাগরদীঘি থানায় খবর দেন। সাগর-দীঘি পুলিশ এস, পি-র অনুমতিক্রমে গতকাল বন্দুকটি ফেরত নিয়ে আসেন। পাকুড়ের মহকুমা-শাসক ধৃত আসামীকে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাগর-দীঘি পুলিশ তথা জঙ্গিপুর আদালতের হাতে অর্পণ করবেন না বলে জানিয়েছেন—এই তথ্য পুলিশী সূত্রে পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গক্রমে সাগরদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানালেন যে এই থানা থেকে অপহৃত চারটি বন্দুকই উদ্ধার করা সম্ভব হ'ল।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৩

৪/৭১ মনি ডিঃ বিষ্ণুপদ চন্দ্র দেঃ আনেশমহম্মদ সেথ দাবি ২৮৩৫৭ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাবিলপুর ১-৯৬ শতকের কাত ৯৴০ খং নং ১০৯৩ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে চর কাবিলপুর ৫২ শতকের কাত ১॥০ খং নং ৭১

প্রস্তাব

—আনন্দগোপাল বিশ্বাস

আজকে যে পথের ফকির, কাল সে হয় রাজা।
উল্টোটাও তেমনি ঘটে, ভাগ্যে জোটে সাজা!
বাদশা, নবাব, মহারাজা উল্টে গেল সব ;
খেতাব গেল, ভাতাও গেল, বৃথাই কলরব।
জাতীয় পশু সিংহ ছিল, এবার হ'ল বাঘ।
জাতীয় পাখী ময়ূর কেন? —এবার হোক কাক!
বাঘ যদি প্রচুর মেলে—কাকও না যায় কম,
গোটা দেশটা কাকের জন্য হয় সরগরম।
কেবা মানুষ, কেবা পশু হিংসাতে যায় বোঝা।
মানুষই তো পশুর অধম, এ হিসাব তো সোজা।
ভাই এ ভাই এ হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি করে,
মারছে ছুরি একের বুকে, নিজেও শেষে মরে।
জাতীয় পশু সিংহ নয় ; —ব্যাঘ্র কেন হ'বে?
জাতীয় পশুর খেতাবটা মানুষ পাক তবে!

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির শক্তিমত্ত রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

॥ জঙ্গিপুরের কড়চা ॥

॥ এলরে শীতের বেলা ॥

উত্তুরে হাওয়ার কি শিরশিরানি ঠাণ্ডা। আমলকীর ডালে ডালে শুধু তার কাঁপন লাগেনি। লেগেছে সর্ব জীবের দেহের পাঁজরে পাঁজরে। গাছে গাছে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে পাতা থসানোর পালা। বৈরাগ্যের ধূসর রূপ প্রকৃতির সর্ব্বত্র। রিক্ত নিঃস্ব শীত। অন্যকে পূর্ণতা দিতে গিয়ে সে রিক্ত। নিঃস্ব রূপ তার বৈরাগ্যের প্রতিচ্ছবি। তাই বলছিলাম—শীত এসেছে। কেউ সুখী আবার কেউ দুঃখে আর যন্ত্রণায় কাতর। প্রখর শীতজর্জ্জর পৌষ কারও কারও কাছে 'জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ' আবার সমাজের উপরতলার বাসিন্দা যারা—তাদের কাছে আমেজভরা শীতটা কাটে 'তৈল তুলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপনে।' কিন্তু ঐ নদীর ধারের বটতলায় যাদের আস্তানা—সেই সব দীন-দুঃখী ভিখারী যারা—তাদের পক্ষে এই শীতটা যে কী ভয়াবহ এবং যন্ত্রণা-দায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না! 'কারও পৌষ মাস কারও সর্ব্বনাশ'—বুঝি এদের জীবনেই বড় সত্যি প্রবাদ বাক্যি।

॥ গুড্ডি লুটার খেলায় অনেক মুখের মেলা ॥

নদীর বুকটা প্রায় শুকিয়ে কাঠ। জলের প্রবাহ নাই। বালুকায় ভরাট হয়ে আছে ভাগীরথী বুক। তবে এখানে এখন জলপ্রবাহ না থাকলেও জনপ্রবাহ দেখতে পাওয়া যাবে দুপুর থেকে শুরু করে সাঁঝের বাতি জ্বলে উঠার কিছু আগে পর্য্যন্ত। যদি কেউ একবার নদীর দিকে যান, তবে দেখতে পাওয়া যাবে—অসংখ্য মানুষের ভীড়। তারা ইতঃস্তত ধাবমান। তারা উর্দ্ধ দৃষ্টি। হাতে তাদের হালকা লগি-ঠেঙ্গা। এরা লুটেরা। তবে এরা নির্দোষ আনন্দের লুটেরা। এরা গুড্ডি লুটেরা। গুড্ডি অর্থাৎ ঘুড়ি ধরার জন্য এরা ছুটাছুটি করছে। ঘুড়িতে ঘুড়িতে প্যাঁচ কষাকষি করতে গিয়ে যে ঘুড়িটা কেটে যায়—সেটাকে ধরে নেবার জন্য কি প্রাণচঞ্চল উদ্যম এবং প্রচেষ্টা চলছে রোজ বিকেলে নদীর বুকে এই সব ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে। একবার নদী ধারে এলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ পৌষ মানে পিঠা পরব ॥

মানুষের কত কষ্টের ধান ঘরে এসেছে। এবার আবার কারও ঘরে আসেনি। কারণ কোন কোন অঞ্চলে খরার জবরদস্ত প্রকোপ। তবু যাদের ঘরে উঠেছে ধান, তাদের আনন্দ কত। কৃষক পল্লীতে শুরু হয়ে গিয়েছে কিষাণীর ধান ভানার পালা। সাঁওতাল পল্লীতে আরম্ভ হয়েছে মাদলের ডিম্ ডিম্ বাজনা। গ্রামের ঘরে ঘরে গৃহিণীরা ব্যস্ত পিঠা তৈরীর কাজে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কয়েক লাইন মনে পড়ছে—

ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখ ভোগ
আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিঠাপুলি অশেষ প্রকার।

বৈদ্যুতিক তার চুরি

সাগরদীঘি, ২৪শে ডিসেম্বর—সম্প্রতি নবগ্রাম থানার নিমগ্রাম-আইড়া—সুকীর মধ্যে প্রায় এক হাজার ফিট বৈদ্যুতিক তার কে বা কারা রাত্রির অন্ধকারে কেটে নিয়ে গেছে। বাকী তারগুলি রক্ষা করার জন্যে ঐ অঞ্চলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ মেলায় প্রথমবার

[আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি]

গুরুদেবের স্মৃতি-বিজড়িত শান্তিনিকেতনে জীবনে প্রথমবার গিয়ে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। এতদিন বোলপুর ছিল আমার কাছে স্বপ্ন—এখন তা কাঁচের মত স্বচ্ছ। মুগ্ধ হয়েছি সংরক্ষিত 'ডিয়ার-পার্ক'-এর মনোরম সবুজের ঢেউ-এ এবং ছাতিম-তলার নির্জন শান্ত পরিবেশে। এখানে এলেই মন এক অজানা আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠে—সংসারের তিক্ততা থেকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

এই উপলক্ষে ভালো লেগেছে ৭ই পৌষে সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পূর্বপল্লীর 'পৌষ মেলা'। মেলায় ঢোকার মুখেই তিনটি প্রদর্শনী চোখে পড়েছে। প্রথম প্রদর্শনীটি পঃ.বঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 'কৃষি-বিভাগ' শিরোনামায়। এই বিভাগে বিভিন্ন ছবি এবং পুতুলের অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়ে পতিত এবং ডাঙ্গা জমিকে আবাদের উপযোগী করে তোলার কথা বলা হয়েছে। পূজোর সময় টমেটো এবং ফুলকপি, ডাঙ্গা জমিতে অথবা পুকুর পাড়ে বাবুই ঘাস চাষের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগ আয়োজিত অপর একটি প্রদর্শনীতে শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এভারেষ্ট-বিজয় এবং পর্বতারোহণ ও বীরভূম জেলার শিল্প-সম্ভারসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

হস্ত শিল্পের সর্বশেষ প্রদর্শনীটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। এতে ভারতের মোট জনসংখ্যার (৫৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭ হাজার ৯২৬ জন) মধ্যে স্বাক্ষর এবং নিরক্ষরের স্কেচসমেত ছবি এবং কার্টুনের মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা এবং অস্পৃশ্যতা দূর করার জীবন্ত আবেদন জানানো হয়েছে। তাছাড়া এই প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল শ্রীনিকেতনের হোম ইকনমিক ট্রেনিং সেণ্টারের (১ বৎসরের কোর্স) ছাত্রীদের মুগডাল, সাবু এবং কালোজিরা দিয়ে তৈরী নানান মডেল এবং বিভিন্ন প্রকার সব্জি দিয়ে তৈরী খাদ্য সামগ্রী। ঐ বিভাগের হস্ত শিল্পও দর্শনীয় এবং চিত্তাকর্ষক। প্রদর্শনীগুলো ছাড়াও পরিচ্ছন্ন এবং রুচিসম্মত বিপণিগুলিও ছিল এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ।

ভালো লেগেছে 'কলাভবন' এবং মূল্যবান ছবি ও তথ্যবহুল 'উত্তরায়ণ'। মুগ্ধ হয়েছি এখানকার ছাত্র ছাত্রীদের ধৈর্য্য এবং জ্ঞানের প্রসারে—ভেবেছি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবিগুরুর কথা।

'আকাশবাণী' থেকে ঘন ঘন রবীন্দ্র-সংগীত প্রচার যদিও একঘেয়ে হয়ে গেছে তবুও এখানে এসেই কেন জানিনা, মন আপনা আপনিই ঐ সুরে গান গেয়ে উঠেছে—বার বার ঐ সঙ্গীতের জন্য আকুল হয়েছে। একটু আগেই ছাতিমতলায় সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। কাছাকাছি একটা বেদীতে বসে 'পৌষ মেলায় প্রথমবার' লিখছি। ছাতিমতলা থেকে বৈতালিকের সুর ভেসে আসছে 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো………।'

(আগামী বার শেষ)

যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার

সাগরদীঘি, ২৭শে ডিসেম্বর—গতকাল সাগরদীঘি পুলিশ গোবর্দ্ধনডাঙ্গা অঞ্চলের খাটোয়া মৌজায় বিনোদ-নালা থেকে অজ্ঞাতনাম্নী এক যুবতীর (২৩) ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করেন। যুবতীটির কান, নাক এবং শরীরের বিশেষ কয়েকটি অংশ কেটে হাত বেঁধে কে বা কারা পাশবিক অত্যাচারের পর নৃশংসভাবে হত্যা করে ঐ নালায় ফেলে দিয়েছে বলে পুলিশের সন্দেহ। এখন পর্যন্ত ঐ যুবতীর কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।

পদ্মাবক্ষে চোরাই মাল আটক

নিমতিতা, ২৮শে ডিসেম্বর—গত ১৪.১২.৭২ রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় নিমতিতা বি, এস, এফ-এর টহলদার বাহিনী নদীবক্ষে নৌকাযোগে টহল দেওয়ার সময় হাসনপুরের কাছে ১টি নৌকাকে সন্দেহক্রমে আটক করে। এদের দেখে নৌকারোহীরা রাতের অন্ধকারে জলে ঝাঁপ দিয়ে পালায়। নৌকায় তল্লাসী চালিয়ে প্রায় ৪ হাজার টাকার কাপড়, খয়ের ইত্যাদি জিনিস পাওয়া যায়। সমস্ত মাল কাষ্টমস্ অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে।

॥ চিঠি-পত্র ॥

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মাননীয় 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু-

মহাশয়, আপনার পত্রিকায় অবহেলিত গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের ব্যথা ও বেদনার করুণ চিত্র প্রতিফলিত হইতেছে ইহা উপলব্ধি করিয়া আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আমার এই পত্রখানি প্রকাশের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। দয়া করিয়া আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

গত ১৯৭১ সালের প্রবল বন্যা ও সাইক্লোনে যাহাদের বাড়ী ঘর বিনষ্ট হইয়াছিল সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে তাহাদিগকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছিল। স্থতী ২নং ব্লকস্থিত ২নং উমরাপুর অঞ্চলটিও দুর্গত অঞ্চল হিসাবে গণ্য হওয়ার পর উক্ত ব্লকের তদন্তকারী অফিসার সরজমিনে প্রতিটি গ্রাম তদন্ত করিয়া গৃহনির্ম্মাণের জন্য সাহায্য দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। মাননীয় বি, ডি, ও মহোদয়ও সাহায্য দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। পরে সাহায্য পাইতে বিলম্ব হইলে পর ব্লকের বিভিন্ন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি উপর মহলে বিশেষ ধরণের তদ্বির না করিলে গৃহনির্ম্মাণের জন্য কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না। প্রকাশ থাকে যে ২নং স্থতী ব্লকের অন্যান্য দুর্গত গ্রামগুলি বেশ কিছুদিন আগেই এই সাহায্য পাইয়া গিয়াছে।

আরও প্রকাশ থাকে যে উমরাপুর অঞ্চলভুক্ত গ্রামগুলিতে আজিও বিগত বন্যা ও সাইক্লোনের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। এমতাবস্থায় গ্রামের অসহায় মানুষগুলি কেন এই সাহায্য পাইতেছে না তাহার কারণ আজিও আমাদের অজ্ঞাত। বন্যা-বিধ্বস্ত দুর্গত জনগণের এই দুর্দ্দশার বিষয়ে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং গৃহনির্ম্মাণ সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত—
মহঃ হাবিবুর রহমান, স্থতী

PRESS NOTE

SHORT SERVICE COMMISSION IN THE ARMY (JUDGE ADVOCATE GENERAL'S DEPARTMENT)

ARE YOU A RAW GRADUATE and KEEN TO JOIN THE ARMY?

The Judge Advocate General's Department offers an opportunity,

Indian nationals between 19/25 Years of age on 1st July 1973 and who have obtained not less than 60 percent marks in the LLB Examination can apply for five-Years Short Service Commission. Only male candidates can apply.

Application forms can be had from Army Herdquarters, Judge Advocate General's Department, AB/10, SAFDARJANG. Development Area, NEW DELHI—6 before 15 January 1973, by sending a self-addressed unstamped envelope of 25 × 12 c. m. size.

পদ্মার সর্ব্বনাশা ভাঙন

সাহাজাদপুর, ২৯শে ডিসেম্বর—কিছুদিন হতে পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনে রঘুনাথগঞ্জ থানার নবাবজাগী, জালালপুর, ওসমানপুর প্রভৃতি গ্রাম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নবাবজাগী গ্রাম পদ্মাগর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। জালালপুরের কিছুটা পদ্মাগর্ভে গিয়েছে। যে ভাবে পদ্মা এগিয়ে আসছে তাতে কয়েকদিনের মধ্যে জালালপুরের ঈদগাহটি পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। উক্ত গ্রামসমূহের অধিবাসীরা আশ্রয়ের আশায় অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের দেখবে কে?

ইংরাজী নববর্ষ উদ্‌যাপন

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপট্টিস্থ 'হিপ্পি কর্ণার' সাড়ম্বরে ইংরাজী নববর্ষ পালন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এঁরা বড়দিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন।